বিষয়: বাংলা (সৃজনশীল)
প্রথম প্রত্র
[২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]
নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (Rubrics) ও নমুনা উত্তর

১ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ক)	জ্ঞান	১	১	মনসার মন্ত্রশক্তির বরাত/ মনসার মন্ত্রশক্তির প্রভাব লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিষহরির দোহাই হচ্ছে মনসার মন্ত্রশক্তির বরাত/ মনসার মন্ত্রশক্তির প্রভাব।

১ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(খ)	অনুধাবন	২	২	উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তিটি লেখক বা ন্যাড়া ব্যাঙ্গার্থে করেছেন। লেখক ব্যাঙ্গার্থে বলতে চান বাঙালির ক্রোধ, বিদ্বেষ ইত্যাদি মুখের বাক্যেই সীমাবদ্ধ এবং ক্ষণস্থায়ী তা সাপের বিষের মতো অব্যর্থভাবে কার্যকর নয়।

১ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ বিলাসী গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ বিলাসী গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিলাসী গল্পের বিলাসীর মানবিকতা/লোক সমাজের কুৎসা রটানোকে তোয়াক্কা না করা/মানসিক দৃঢ়তা/সংসারের প্রতি অসীম দরদ প্রকাশ পেয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় অসুস্থ থাকার পরও সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করে বিলাসী তাকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন এবং সমাজের সংস্কার, রীতি-নীতিকে তোয়াক্কা না করে মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে বিলাসী সংসারী হন। তেমনিভাবে উদ্দীপকে জমিলার স্বামী পঙ্গুত্ব বরণ করলেও জমিলা সংসারের হাল ধরার জন্য সমাজের বিরূপ পরিস্থিতিকে তোয়াক্কা না করে বিদেশে পাড়ি জমান এবং দেশে ফিরে স্বামীর সাথে সংসার শুরু করেন। উদ্দীপকে জমিলার বিলাসীর মতই দৃঢ় মানসিকতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

১ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	দুজনের মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য এবং পরিণতির ভিন্নতার বিষয়টি বিলাসী গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	দুজনের মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য/পরিণতির ভিন্নতার বিষয়টি বিলাসী গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	দুজনের মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য/পরিণতির ভিন্নতার বিষয়টি বিলাসী গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	দুজনের মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য/পরিণতির ভিন্নতার বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বিলাসী ও জমিলা ফলে উভয়ের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তার সাদৃশ্য এবং পরিণতির ভিন্নতার দিকটি ফুটে উঠেছে। বিলাসী সমাজের নানা প্রতিকূলতাকে ডিঙ্গিয়ে সেবা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলে। এক পর্যায়ে তারা সংসার শুরু করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের খুঁড়া নানা কুৎসা রটালে এবং গ্রামের মানুষসহ বিলাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়লে এক পর্যায়ে তারা গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংসার ছেড়ে বিলাসী পালায়নি। বরং স্বামী মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে সংসার শুরু করে। উদ্দীপকের মধ্যে দেখা যায়, জমিলার স্বামী রোস্তম পঙ্গু হয়ে পড়ায় সংসারের হাল ধরার জন্য বাধ্য হয়ে জমিলাকে বিদেশে পাড়ি জমাতে হয়। বিদেশ থেকে ফিরলে জমিলাকে সমাজের মানুষের নানা ধরনের বিরুপ মন্তব্য শুনতে হয়। কিন্তু তাতে জমিলা এক পাও পিছু হটেন না। বরং স্বামীকে নিয়ে গ্রামেই থেকে যাওয়ার সংকল্প করেন। বিলাসী এবং জমিলার মানসিক দৃঢ়তার বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের পরিণতি ভিন্ন। কারণ বিলাসীর শেষ পরিণতি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়। জমিলা গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখেও গ্রামে থেকে যান। তাই বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

২(ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ক)	জ্ঞান	১	১	ইসলামের নবি লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: ইসলামের নবি।

২(খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(খ)	অনুধাবন	২	২	মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের মতে, মানব কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস। এ কল্যাণের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য হলো সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।

২(গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	লোক-দেখানোর ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়েছে লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: লোক-দেখানোর ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়েছে। 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে মানুষের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে করা কাজকেই মানব-কল্যাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং দান করাকে ছোট করে দেখানো হয়েছে। কারণ এখানে লোক দেখানোর ব্যাপারটি রয়েছে। উদ্দীপকে মসজিদের খতিব ও সগীরের কর্মকাণ্ডে দান করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল ভাবনার সাথে সাংঘর্ষিক।

২(ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
২(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস তা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস তা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস তা 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূল ভাবনা হলো সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস। সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রয়াস হচ্ছে এমন দান যার মাধ্যমে দান গ্রহণকারী আর্থিকভাবে লাভবান এবং স্বাবলম্বী হতে পারেন। একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকে আমরা মানব-কল্যাণ বলে থাকি। কিন্তু 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এটিকে মানব-কল্যাণ নয় বরং ভিক্ষাবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন। যে দানের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে দানে মানব কল্যাণ হতে পারে না। উদ্দীপকের তামিলের মধ্যে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধের মূলভাবটি নিহিত। কেননা তামিল লোক দেখানো নয় বরং আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে এবং পরবর্তী সময় যেনো কারও কাছে হাত না পাতে সে লক্ষ্যে ভিক্ষুককে ভ্যান কিনে দিয়েছেন। ফলে 'মানব-কল্যাণ' প্রবন্ধ এবং উদ্দীপকের তামিলের যে ভাবনা রয়েছে তা একইসূত্রে গাথা। তাই মন্তব্যটি যথার্থ।

৩ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(ক)	জ্ঞান	১	১	কৈলাশ/কৈলেশ লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কৈলাশ/কৈলেশ

৩(খ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(খ)	অনুধাবন	২	২	উক্তিটির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	'মাসি-পিসির জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে'- লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: মন্তব্যটি 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে করা হয়েছে। মাসি-পিসির দৈনন্দিন জীবনই হচ্ছে সংগ্রামের। সরকার বাবুর সঙ্গে বাজারের তোলা নিয়ে ঝগড়া এবং রাতে যখন কানাই চৌকিদার মাসি-পিসিকে কাছাড়ি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে-সে প্রসঙ্গে উক্ত উক্তিটি করা হয়েছে।

৩(গ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকগুলো 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			২	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্যের দিকগুলো 'মাসি-পিসি' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সখিনার সাথে আহ্লাদী চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে তা লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সখিনার সাথে 'মাসি-পিসি' গল্পের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র হলো আহ্লাদী। মাসি-পিসি গল্পের অন্যতম একটি চরিত্র আহ্লাদীর বাবা-মা দুর্ভিক্ষে মারা গেলে স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সে মাসি-পিসির কাছে ফিরে আসে। বাবা-মা মরা আহ্লাদীকে মাসি-পিসি পরম যত্নে তাদের কাছে রেখে দেন। সে তার স্বামী জগুর কাছে আর ফিরে যায় না। উদ্দীপকের চরিত্র সখিনাও তার মাতাল স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ফুফুর কাছে চলে আসে এবং ফুফু সখিনাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কুনজর ও মাতাল স্বামীর অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। 'মাসি-পিসি' গল্পের আহ্লাদী এবং উদ্দীপকের সখিনার মধ্যে নির্যাতিত হওয়া এবং পরম আশ্রয় পাওয়ার বিষয়ে সাদ্রশ্য রয়েছে।

৩ (ঘ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৩(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন হলেও জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন উদ্দীপকের সাথে এর সম্পৃক্ততা মাসি-পিসি গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন কেন তা মাসি-পিসি গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে এর সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করতে পারলে
			২	ফুফু এবং 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসি মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন কেন তা মাসি-পিসি গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মানবতাবোধের দিক থেকে অভিন্ন/জীবন সংগ্রামে নারীর সাহসী ভূমিকার দিক থেকে ভিন্ন লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'মাসি-পিসি' গল্পের মাসি-পিসির মধ্যে মানবতা বোধের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ কারণেই তারা স্বামীগৃহে নির্যাতিত আহ্লাদীকে মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সব অশুভ শক্তির হাত থেকে তারা আহ্লাদিকে রক্ষা করেছেন। উদ্দীপকের ফুফুও অত্যন্ত মানবিক। কারণ তিনিও মাসি-পিসির মতোই স্বামীগৃহে নির্যাতনের শিকার হওয়া সখিনাকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দেন এবং স্বামীর অত্যাচার থেকে মেয়েটিকে রক্ষা করেন। সমাজপতিদের লোলুপদৃষ্টি থেকেও তারা আহ্লাদিকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। একইভাবে স্নেহ মমতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন সখিনার ফুফুর মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। মাসি-পিসির কঠোর জীবনসংগ্রাম 'মাসি-পিসি' গল্পের একটি প্রধান উপজীব্য বিষয়। তারা সর্বদা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত। নারী হয়েও টিকে থাকার সংগ্রামে তারা অপরাজেয় সৈনিক। 'মাসি-পিসি' গল্পে প্রতিকূল পরিবেশে অসহায় দুই বিধবা নারীর টিকে থাকার সংগ্রামের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচ্য উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি বলে উদ্দীপকের ফুফু এবং আলোচ্য গল্পের মাসি-পিসি একসূত্রে গাঁথা নয়।

৪ (ক) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(ক)	জ্ঞান	১	১	দুলাভাই-শ্যালক লিখতে পারলে
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: দুলাভাই-শ্যালক

৪ (খ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(খ)	অনুধাবন	২	২	পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বাঙালির জাতীয়তাবাদের প্রতীক শহিদ মিনারগুলো পাকিস্তানি মিলিটারি ধ্বংস করার কারণে এগুলো দেশে একটা কলেজেও অক্ষত নেই। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করা এবং এই জাতীয় ঐতিহ্য ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে হামলা করে হানাদাররা। পাকিস্তানিরা চেয়েছিল বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রতীক সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করতে। তাই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যার পাশাপাশি এ দেশের জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক বিভিন্ন বাঙালির ঐতিহ্য ধ্বংস করতে শুরু করে।

৪ (গ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে
			২	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণার দিক প্রতিফলিত হয়েছে তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: 'রেইনকোট' গল্পের পারিপার্শ্বিক প্রভাব বা অনুপ্রেরণার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে। 'রেইনকোট' গল্পে ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে একসময় সাহস, শক্তি সঞ্চয়ের মূল কারণ ছিলো তার শ্যালক মিন্টুর রেইনকোটটি পরিধান করার। উদ্দীপকে দেখা যায়, হাবু মিঞা প্রথমদিকে সাহসের অভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধার জুতা পরিধান করে যুদ্ধে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করেন। উভয়ের মধ্যে পারিপার্শ্বিক ইতিবাচক অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪ (ঘ) নং প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৪(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারলে
			৩	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে
			২	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা 'রেইনকোট' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক চেতনা উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ইতিবাচক দিকটি ফুটে উঠেছে। 'রেইনকোট' গল্পে ভীতু নুরুল হুদার মধ্যে সাহস সঞ্চয়ের মূল কারণ ছিলো তার শ্যালক মিন্টুর রেইনকোট পরিধান করা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে নুরুল হুদা বারবার বাসা বদল করলেও সে যখন রেইনকোট পরে বাইরে যায় তখন তার মধ্যে আর কোনো ধরনের ভয়-ভীতি কাজ করে না। বরং তিনি সাহসী হয়ে ওঠেন। তদ্রুপ উদ্দীপকের হাবু মিঞাও সাহসের অভাবে যুদ্ধে যোগদান না করলেও তিনি যখন একজন মুক্তিযোদ্ধার জুতা পরিধান করেন তখন তার মধ্যে সাহসের সঞ্চয় হয় এবং তিনি যুদ্ধে যোগদান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। অতএব মন্তব্যটি যথার্থ।

৫ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(ক)	জ্ঞান	১	১	রাতের শেষ বা অবসান লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ রাতের শেষ বা অবসান

৫ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(খ)	অনুধাবন	২	২	আত্ম-মর্যাদা বা আত্মবিশ্বাসের বিষয়টি 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	কবির আত্ম-মর্যাদা বা আত্মবিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ কবির আত্ম-মর্যাদার বা আত্মবিশ্বাসী বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। এখানে আপন বলতে কবির নিজের ভেতরের পরম সত্য, আত্ম-শক্তি এবং মানবসত্তাকে বুঝিয়েছেন। যা কোনো অন্যায় অত্যাচার বা শৃঙ্খলের কাছে মাথা নত করে না।

৫ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	প্রতিবাদী চেতনা/মানবতার বিষয়টি 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	প্রতিবাদী চেতনা/মানবতার বিষয়টি 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	প্রতিবাদী চেতনা/মানবতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় প্রতিবাদী চেতনা এবং মানবতা হলো শাসকের অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সদা জাগ্রত থাকা। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ শাসকের নির্যাতন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত ছিলেন তিনি। অপরদিকে সাধারণ মানুষের জন্যও ছিল তাঁর অসীম দরদ। ফলে একদিকে তিনি যেমন বিদ্রোহী অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্যও ছিলেন সকাতর। উদ্দীপকে দেখা যায়, কলেজ পড়ুয়া ছাত্র উজান মহাজনের অন্যায়, অত্যাচার কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারে নাই, প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। আবার অসহায় মানুষ বিপদে পড়লেও তাদের সাহায্য করে। অতএব দুজনের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং মানবতার বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

৫ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৫ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	বিদ্রোহী চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	বিদ্রোহী চেতনা/মানবিক মূল্যবোধ 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	বিদ্রোহী চেতনা/মানবিক মূল্যবোধ 'বিদ্রোহী' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	বিদ্রোহী চেতনা/মানবিক মূল্যবোধ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের দিক ফুটে উঠেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির ক্ষোভ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সামাজিক অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে আত্মজাগরণের উন্মেষ ঘটেছে। এ কবিতায় ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর অনাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে কবি দৃঢ়কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। উদ্দীপকের উজান শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তবে উজান অসহায় মানুষের জন্য খুবই মানবিক এবং অসহায় মানুষকে ভালোবেসে বুকে টেনে নেয়। সুতরাং উদ্দীপকের উজান এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার কবি দুজনই মহাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং অসহায় মানুষের প্রতি মানবিক। অতএব মন্তব্যটি যথার্থ।

৬ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (ক)	জ্ঞান	১	১	সমুদ্র লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সমুদ্র

৬ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬(খ)	অনুধাবন	২	২	শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: কবি শীতকে মাঘের সন্ন্যাসীরূপে কল্পনা করেছেন। যে সন্ন্যাসী কুয়াশার চাঁদর পরিধান করে আছে। তাহারেই পরে মনে কবিতাকে আচ্ছন্ন করে আছে এক বিষাদময় রিক্ততার সুর । কবির জীবনের শূণ্যতাকে তুলে ধরার জন্য রিক্ত প্রকৃতির সাথে এখানে তুলনা করা হয়েছে।

৬ (গ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপ উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: বাংলায় বসন্তের চিরায়ত রূপটি ফুটে উঠেছে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় বসন্তের দক্ষিণা বাতাস, বাতাবি লেবুর ফুল, আমের মুকুল, বসন্তের নব নব পুষ্পসাজ সবই বসন্তকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দীপকে চারিদিকে বসন্তের হাওয়া, কৃষ্ণচূড়ায় লালের আগুন, কোকিলের মধুর ডাক সবই বসন্তের প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ তুলে ধরেই বসন্তের আবহকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

৬ (ঘ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৬ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	প্রকৃতির সজীবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে তা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	প্রকৃতির সজীবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে তা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	প্রকৃতির সজীবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে তা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	প্রকৃতির সজীবতার মাঝেও রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে তা উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: প্রকৃতির সজীবতার মাঝে মানব মনের রিক্ততা জীবনকে প্রভাবিত করে। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় প্রকৃতির মাঝে ঋতুরাজ বসন্ত আসে ফুল ও পাখির ডাকের নানা সমারোহ নিয়ে। বসন্ত সবসময়ই মানব মনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। মানব মনে রিক্ততার প্রভাব বেশি হলে অনেক সময় ইতিবাচক পরিবেশও তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় কাতর কবির হৃদয়ে বসন্তের বর্ণিল রূপ কোনো প্রভাব ফেলেনি। উদ্দীপকে মীরার মায়ের মৃত্যুর কারণে বসন্তের উৎসবমুখর

পরিবেশ তার মনে কোনো আনন্দ বয়ে আনতে পারেনি। 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় কবির ক্ষেত্রেও যে ঘটনা ঘটেছে, উদ্দীপকের মীরার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রিয়জন হারানোর বেদনায় উভয়েই বেদনার্ত। তাই প্রকৃতির সাথে তারা তাল মিলিয়ে উঠতে পারেন নি। মানবজীবন এবং প্রকৃতির পথচলা সবসময় একই ধারায় বহমান নয়। মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি সবসময় প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে থাকতে পারে না।

৭ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (ক)	জ্ঞান	১	১	সংশয় নেই লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ সংশয় নেই।

৭ (খ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (খ)	অনুধাবন	২	২	অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়াবার জন্য প্রস্তুত- তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়াবার জন্য প্রস্তুত- তা লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাড়াবার জন্য প্রস্তুত। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের বয়সটি উত্তেজনা, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং জীবনে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। আঠারো বছর বয়স অদম্য গতি ও দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপত্তিকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত।

৭ (গ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ আঠারো বছর বয়সী তরুণরা ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুসারে এ বয়সে তরুণরা সবসময় ইতিবাচক চিন্তাধারার সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারে না। নেতিবাচক চিন্তা ও কাজ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথম দিকে তার জীবনের ধারা ইতিবাচক থাকলেও কিছু বন্ধুর কুসঙ্গে তার জীবনেও নেতিবাচক ভাবনার প্রভাব পড়ে। সে নেশাগ্রস্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তাই বলা যায়, চরণটি উদ্দীপকের রূপান্তরের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক।

৭ (ঘ)- প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৭ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক, নানা তত্ত্ব, মতবাদ, ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	ভালো-মন্দ/ ইতিবাচক-নেতিবাচক/নানা তত্ত্ব, মতবাদ/ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় তা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: আঠারো বছর বয়সী তরুণরা ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক নানা তত্ত্ব, মতবাদ ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুসারে এ বয়সে তরুণরা সবসময় ইতিবাচক চিন্তাধারার সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারে না। নেতিবাচক চিন্তা ও কাজ দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকের রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথম দিকে তার জীবনের ধারা ইতিবাচক থাকলেও কিছু বন্ধুর কুসঙ্গে তার জীবনেও নেতিবাচক ভাবনার প্রভাব পড়ে। সে নেশাগ্রস্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তাই বলা যায়, চরণটি উদ্দীপকের রূপান্তরের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু আঠারো বছর বয়স কবিতায় বলা হয়েছে দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার শক্তি থাকে এই আঠারো বছর বয়সে। এই বয়সে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে যায়। দেশের উন্নয়নে এই মানসিকতা কাজে লাগানোর জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এই পরিপূর্ণ ভাবটি উদ্দীপকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

৮ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (ক)	জ্ঞান	১	১	'তানি বুঝি দুলার বাপ'/তিনি নতুন জামাই-এর বাবা লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর : 'তানি বুঝি দুলার বাপ'/তিনি নতুন জামাই-এর বাবা।

৮ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (খ)	অনুধাবন	২	২	সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদের ভণ্ডামির বিষয় 'লাল শালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদের ভণ্ডামির বিষয় উল্লেখ করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদের ভণ্ডামির বিষয়টি ফুটে উঠেছে। 'লাল শালু' উপন্যাসে মহব্বতনগর গ্রামের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও ভয়কে পুঁজি করে মজিদ অস্তিত্বহীন কবরকে মাজার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সে নিজেকে সেই মাজারের সেবক হিসেবে পরিচয় দেয়। ধর্মীয় ভয় ও আধ্যাত্মিকতার কারণে কেউ মজিদের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলতে সাহস পায় না। আর এভাবেই সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে আধিপত্য ও স্বার্থ টিকিয়ে রেখেছিল।

৮ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মজিদের চরিত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্য 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মিল অমিল লিখতে পারলে।
			২	মজিদের চরিত্রের যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মজিদের চরিত্রের যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য লিখতে পারলে।
			০	উত্তর অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ মজিদ প্রভাবশালী, ভন্ড, ধর্ম ব্যবসায়ী, সুযোগ সন্ধানী এবং ধূর্ত। 'লালসালু' উপন্যাস' মজিদ মহব্বতনগর গ্রামে আগমনের পরে সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যায়। সে সুযোগমতো প্রথমে বিয়ে করে রহিমাকে এবং দ্বিতীয় বিয়ে করে জমিলাকে। সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে গিয়ে প্রথম স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো অনুমতি গ্রহণ করেনি। উদ্দীপকের বশির খাঁও প্রভাবশালী। তিনি নিজের স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন করেন। তিনি তার স্ত্রী সাহেরার নিকট থেকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। মজিদ এবং বশির খাঁ মিল হচ্ছে-উভয়েই প্রভাবশালী এবং উভয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চেয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে অমিল হচ্ছে–বশির খাঁর সাতগ্রামে প্রভাবশালী; কিন্তু মজিদ শুধু মহব্বতনগর গ্রামের প্রভাবশালী। মজিদ দ্বিতীয় বিয়ে করতে গিয়ে প্রথম স্ত্রীর নিকট থেকে কোনো অনুমতি গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে বশির খাঁ দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য প্রথম স্ত্রীর নিকট অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীর অনুমতি পাননি।

৮ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স)

প্রশ্নের ক্রমিক নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানের বিবেচ্য বিষয়)
৮ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	রহিমার মাতৃকাঙ্ক্ষা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, খোদাভীতি, সরলতা, মজিদের প্রতি অন্ধভক্তি 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	রহিমার মাতৃকাঙ্ক্ষা/ অন্ধ ধর্মবিশ্বাস/ খোদাভীতি/সরলতা/ মজিদের প্রতি অন্ধভক্তি 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	রহিমার মাতৃকাঙ্ক্ষা/ অন্ধ ধর্মবিশ্বাস/ খোদাভীতি/সরলতা/ মজিদের প্রতি অন্ধ ভক্তি 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	রহিমার মাতৃকাঙ্ক্ষা/ অন্ধ ধর্মবিশ্বাস/খোদাভীতি/সরলতা/মজিদের প্রতি অন্ধ ভক্তি লিখতে করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তরঃ রহিমার চরিত্রে মাতৃকাঙ্ক্ষা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, খোদাভীতি, সরলতা ও মজিদের প্রতি অন্ধ ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমা মজিদের প্রথম স্ত্রী। তার চরিত্রে অন্ধ ধর্মবিশ্বাস, খোদাভীতি, সরলতা, মজিদের প্রতি অন্ধ ভক্তি ইত্যাদি

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রহিমার শরীরের শক্তি অপার কিন্তু মনে তার ভীতি। সে ভয় পায় খোদাকে ও মজিদকে। সে মজিদের সব কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, সমস্ত নিষেধ মান্য করে। রহিমার সব থাকা সত্ত্বেও সে মা হতে পারে না– এর জন্য তার অর্ন্তযন্ত্রণার শেষ নেই। উদ্দীপকের সাহেরা-চরিত্রের মধ্যেও মাতৃকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকলেও নিয়তির কারণে তারা মা হতে পারেনি। আর এ কারণে তাকে গভীর যন্ত্রণা বহন করতে হয়। সে গ্রামের প্রভাবশালী বশির খাঁর স্ত্রী। বশির খাঁ সন্তানের আশায় সাহেরার কাছে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি চায়। কিন্তু সাহেরার কথা– 'আগে কে বন্ধ্যা সেটা প্রমাণিত হোক'– অর্থাৎ' সে সন্তান না হওয়ার জন্য সব কিছু চুপ করে মেনে নেয় না–সে সাহসিকতার সাথে বশির খাঁর দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি জানায়। মূলত 'লালসালু' উপন্যাসের রহিমা যেখানে মজিদের সব অত্যাচার, দ্বিতীয় বিয়ে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় সেখানে সাহেরা হয়ে ওঠে সাহসিকতার প্রতীক। তাই বলা যায়, সাহেরা এবং রহিমার অপূর্ণতা এক হলেও সাহেরা সাহসী নারী।

৯ (ক) - প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(ক)	জ্ঞান	১	১	উক্তিটি রহিমার লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তিটি রহিমার

৯ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(খ)	অনুধাবন	২	২	'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মজিদকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্য করা হয়েছে -লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: মজিদকে উদ্দেশ্য করে এ মন্তব্য করা হয়েছে। শীর্ণকায় দেহের মজিদ মহব্বতনগর গ্রামের মানুষের ওপর নিজের প্রভাব, কর্তৃত্ব ও ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে গালাগাল করে। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ একজন ভন্ড ধর্ম ব্যবসায়ী। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাটকীয়ভাবে সে গ্রামে প্রবেশ করে। গ্রামের মানুষের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে নিজের প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য চিৎকার করে গালাগাল করে।

৯ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মজিদের চরিত্র 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্ক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	মজিদের চরিত্র 'লালসালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	মজিদ চরিত্র উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: মজিদ চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ ধর্ম ব্যবসায়ী। মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে সাধারণ একটি কবরকে সে মাজার বলে ঘোষণা করে। এ মাজারকে কেন্দ্র করে তার জীবন-জীবিকা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। শুরুর দিকে তার ধর্ম ব্যবসা ভালো চললেও পাশের গ্রামে নতুন পীরের আগমনে তার মাজারে লোকসমাগম কমে যায়। এতে তার রোজগার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যায়। এতে মজিদের মনের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। সে বিভিন্ন অপপ্রচার ও কৌশল প্রয়োগ করে আওয়ালপুরে পীরকে শায়েস্তা করে। এছাড়া শিক্ষিত যুবক আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তাকে অপবাদ দিয়ে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, ডাক্তার আবির স্বল্প খরচে রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করায় এলাকার রোগীরা তার কাছে ভীড় জমায়। ফলে হাতুড়ে ডাক্তাররা ভবিষ্যতের শঙ্কায় ডাক্তার আবিবের চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়া করে।

৯ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
৯(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আওয়ালপুরের পীর/ আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা 'লাল শালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আওয়ালপুরের পীর/ আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা 'লাল শালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আওয়ালপুরের পীর/ আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা 'লাল শালু' উপন্যাসের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আওয়ালপুরের পীর/ আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা উল্লেখ করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মজিদ আওয়ালপুরের পীর ও আক্কাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ ধর্ম ব্যবসায়ী। মানুষের সরলতাকে পুঁজি করে সাধারণ একটি কবরকে সে মাজার বলে ঘোষণা করে। এ মাজারকে কেন্দ্র করে তার জীবন-জীবিকা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। শুরুর দিকে তার ধর্ম ব্যবসা ভালো চললেও পাশের গ্রামে নতুন পীরের আগমনে তার মাজারে লোকসমাগম কমে যায়। এতে তার রোজগার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কমে যায়। এতে মজিদের মনের মধ্যে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। সে বিভিন্ন অপপ্রচার ও কৌশল প্রয়োগ করে আওয়ালপুরে পীরকে শায়েস্তা করে। এছাড়া শিক্ষিত যুবক আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আক্কাসের দাড়ি নেই এই অপবাদ দিয়ে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। উদ্দীপকেও দেখা যায়, ডাক্তার আবির স্বল্প খরচে রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করায় এলাকার রোগীরা তার কাছে ভীড় জমায়। ফলে হাতুড়ে ডাক্তাররা ভবিষ্যতের শঙ্কায় ডাক্তার আবিবের চরিত্রে কলঙ্ক রটিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়া করে। হীন মানসিকতার লোকেরা নিজের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য যে কোনও অপকর্ম করতেও দ্বিধা করে না। অতএব বলা যায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

১০ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (ক)	জ্ঞান	১	১	সাঁফ্রে লিখতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সাঁফ্রে

১০ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (খ)	অনুধাবন	২	২	উমিচাঁদকে বিশ্বাসঘাতক বলার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	ইংরেজ এবং নবাব উভয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লিখতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উমিচাঁদ ইংরেজ এবং নবাব উভয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে বড় ধুরন্ধর ব্যক্তি ছিল। ইংরেজদের কথা নবাবের কাছে এবং নবাবের কথা ইংরেজদের কাছে বলে সে দুপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতো। ইংরেজদের সঙ্গে অন্যদের যে ১৫ দফা গোপন চুক্তি হয় তাতে উমিচাঁদ গোঁ ধরে লিখিয়ে নিয়েছিলেন, ইংরেজরা জয়ী হলে তাকে কুড়ি লক্ষ টাকা দিতে হবে। এ কারণে উমিচাঁদকে ক্লাইভ যুগের সেরা বিশ্বাসঘাতক বলেছে।

১০ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ঘষেটি বেগমের কর্মকান্ড ব্যাখ্যাপূর্ক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ঘষেটি বেগমের কর্মকান্ড ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	ঘষেটি বেগম উল্লেখ করতে পারলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: ঘষেটি বেগমের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘষেটি বেগম ছিলেন চতুর এবং কূটকৌশলী। সিরাজের সরল মানসিকতার সুযোগ নিয়ে তাঁর বড় খালা ঘষেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিরাজউদ্দৌলা বিষয়টি বুঝতে পেরে খালাকে বন্দী করে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। উদ্দীপকের ছোট বউও ছিলো ষড়যন্ত্রকারী এবং সে ঘরে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের ছোট বউ এবং 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ঘষেটি বেগম চরিত্র দুটির মধ্যে কূটকৌশলগত দিকটির মিল রয়েছে।

১০ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১০ (ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	সিরাজউদ্দৌলার কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দমনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করে মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	সিরাজউদ্দৌলার কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দমনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে।
			২	সিরাজউদ্দৌলার কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দমনের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করতে পারলে।
			১	সিরাজউদ্দৌলার কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দমনের ব্যর্থতা উল্লেখ করলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা কঠোর হস্তে ষড়যন্ত্র দমনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার বিরুদ্ধে অমাত্যদের ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানার পরও তাঁদের ক্ষমা করেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, অন্তত দেশের স্বার্থে সবাই তাঁর সঙ্গে এক হয়ে কাজ করবে। সিরাজউদ্দৌলার অসহায়তা, অন্তরের দয়া-দাক্ষিণ্য, অন্যের প্রতি বিশ্বাস তাঁকে শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছে। উদ্দীপকের জামিল তার ছোট ভাইয়ের বউয়ের ষড়যন্ত্রের বা বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে শুরুতেই তা কঠোরহস্তে দমন করেন। ফলে পরিবারে স্বস্তি ফিরে আসে এবং একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন অটুট থাকে। সিরাজউদ্দৌলা যদি জামিলের মতো কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেন তবে পলাশীর যুদ্ধে বাঙালিরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হতো না। কাজেই "বিচক্ষণ জামিল হোসনের মত কঠোরহস্তে ষড়যন্ত্র দমন করতে পারলে সিরাজউদ্দৌলা হতেন ইতিহাসের সফল নায়ক"- মন্তব্যটি যথার্থ।

১১ (ক) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (ক)	জ্ঞান	১	১	সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর লিখলে।
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: সিরাজউদ্দৌলার প্রধান গুপ্তচর।

১১ (খ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (খ)	অনুধাবন	২	২	'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	উক্তিটি মোহনলালের তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: উক্তিটি মোহনলালের। পলাশীর যুদ্ধে মোহনলালের পরাজয় ও বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়া যখন অনিবার্য তখন মোহনলাল দেশপ্রেম ও বীরত্বের সর্বোচ্চ নিদর্শন হিসেবে এই উক্তটি করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি নবাবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাহসিকতার সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। উক্তিটির মধ্য দিয়ে চরম আত্মত্যাগ, বিশ্বস্ততা, অটল ও আপোষহীন দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

১১ (গ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১ (গ)	প্রয়োগ	৩	৩	মিরজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
			২	মিরজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: মিরজাফর চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সে ছিল নবাবের প্রধান সেনাপতি। নবাব তাকে বিশ্বাস করতেন। সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি অবগত হলেও সে পুনরায় মীরজাফরকে বিশ্বাস করে পলাশীর যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতার লোভে ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি করে। তার চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। সেইসাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিল তার বন্ধু নাফিসকে তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেন। নাফিজ শাকিলকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করলেও শাকিল সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করে প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেয়। অতএব বলা যায় 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের মিরজাফর এবং উদ্দীপকের শাকিল চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

১১ (ঘ) প্রশ্নের নম্বর প্রদান নির্দেশিকা

প্রশ্ন নং	দক্ষতা	বরাদ্দকৃত নম্বর	বিভাজিত নম্বর	মূল্যায়নের মানদণ্ড (নম্বর প্রদানে বিবেচ্য বিষয়)
১১(ঘ)	উচ্চতর দক্ষতা	৪	৪	মিরজাফরের প্রতি নবাবের অগাধ বিশ্বাসের বিষয়টি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করতে পারলে।
			৩	মিরজাফরের প্রতি নবাবের অগাধ বিশ্বাসের বিষয়টি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যাপূর্বক উদ্দীপকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে
			২	মিরজাফরের প্রতি নবাবের অগাধ বিশ্বাসের বিষয়টি 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারলে
			১	মিরজাফরের প্রতি নবাবের অগাধ বিশ্বাসের বিষয়টি উল্লেখ করতে পারলে
			০	অপ্রাসঙ্গিক/ভুল উত্তর লিখলে।

নমুনা উত্তর: মিরজাফর ছিল নবাবের প্রধান সেনাপতি। নবাব তাকে বিশ্বাস করতেন। সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি অবগত হলেও সে পুনরায় মীরজাফরকে বিশ্বাস করে পলাশীর যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে ক্ষমতার লোভে ইংরেজদের সাথে গোপন চুক্তি করে। তার চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। সেইসাথে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিল তার বন্ধু নাফিসকে তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেন। নাফিজ শাকিলকে বন্ধু হিসেবে বিশ্বাস করলেও শাকিল সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র করে প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দেয়। নবাব ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিলে এবং অমাত্যদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস না করলে পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটত নাবা বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হতো না। উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বিশ্বাসকারী বিপদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আমাদের মানুষকে বিশ্বাস করতেই হবে কিন্তু বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিচার বিবেচনার বিষয়টি মাথায় রাখা উচিৎ। বিবেচনা না করে কাউকে বিশ্বাস করলে আমাদের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।
অতএব উক্তিটি যথার্থ।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: নম্বর প্রদান নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) ও নমুনা উত্তর শুধু প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকবৃন্দের ব্যবহারের জন্য।]